চিত্রকল্প-এর

মেঘে ঢাকা তারা

চিত্রকল্প-এর

মেঘে ঢাকা তারা

চিত্রনাট্য, প্রযোজনা ও পরিচালনা :

ঋত্বিক কুমার ঘটক

মূল কাহিনী : শক্তিপদ রাজগুরু

চিত্রগ্রহণ : দীনেন গুপ্ত

সহকারী : সৌমেন্দু রায়, সুনীল চক্রবর্ত্তী, সুখেন্দু দাশগুপ্ত, কৃষ্ণধন চক্রবর্ত্তী, শঙ্কর গুহ, মহেন্দ্রকুমার, অগ্নু ।

শিল্পনির্দ্দেশ : রবি চট্টোপাধ্যায়

সহকারী : সুবোধলাল দাস, ছেদিলাল শর্মা, বরজু মহান্তি, সুরথ দাস ।

নেপথ্য শব্দধারণ, সংগীতগ্রহণ ও শব্দপূর্ণলিখন : সত্যেন চট্টোপাধ্যায়

সহকারী : জ্যোতি চট্টোপাধ্যায়, গোপাল, গজেন ।

রূপসজ্জা : শক্তি সেন

সহকারী : পাচু দাস

সংগীত : জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

সহকারী : মন্টু ঘোষ, অলক দে, ববি ব্যাংক্‌স্ ।

শব্দগ্রহণ :

বহির্দৃশ্যে : মৃণাল গুহ ঠাকুরতা

সহকারী : রবীন সেনগুপ্ত, বিষ্ণু পরিধা ।

সম্পাদনা : রমেশ যোশী

সহকারী : গোবিন্দ চট্টোপাধ্যায়, পুনু সেন ।

প্রধান কর্ম্মসচিব : পীযূষকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়

সহকারী : অমলেশ চট্টোপাধ্যায়

ব্যবস্থাপনা : শৈলেন ঘোষ, অজিত লাহিড়ী

সহকারী : ত্রৈলোক্য, রমেশ ।

আলোক সম্পাত : প্রভাস ভট্টাচার্য্য, ভবরঞ্জন দাস, অনিল পাল, কেষ্ট দাস

সহকারীবৃন্দ : চিত্রনাট্য ও পরিচালনায় : সমীরণ দত্ত

পরিচালনায় : পুনু সেন, শান্তি সেন, সত্যব্রত চট্টোপাধ্যায় ।

প্রচার-পরিচালনা : রঞ্জিৎকুমার মিত্র । প্রচার কার্য্যে : নির্মল রায় (নির-আর্ট)

স্থিরচিত্র : ষ্টুডিও রেনেসাঁ । পরিচয় লিপি : নিতাই বোস

নেপথ্য কণ্ঠ : এ, টি, কানন, দেবব্রত বিশ্বাস, গীতা ঘটক, রণেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী

আবহ-সঙ্গীত : বাহাদুর হুসেন খাঁ, লক্ষীত্যাগ রাজণ, মহাপুরুষ মিশ্র ।

"কবিগুরুর" 'যে রাতে মোর দুয়ার গুলি' গানটি বিশ্বভারতীর সৌজন্যে ।

অঙ্গসজ্জা পরিবেশন : ডি, আর মেক্ আপ ইণ্ডাষ্ট্রিজ

কৃতজ্ঞতা স্বীকার :

আসাম প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় যক্ষ্মা হাসপাতাল, শিলং, পশ্চিমবঙ্গ সরকার স্বাস্থ্য দপ্তর, মেডিকেল কলেজ কর্তৃপক্ষ, ইষ্টার্ণ রেলওয়ে, বার্মাশেল এমপ্লয়ীজ ইউনিয়ন, আজাদগড় কলোনী, শক্তিগড় কলোনীর বালক-বালিকা বৃন্দ, লুমুস এণ্ড ক্র্যাফ্‌টস্, এ, টি, কানন, মালবিকা কানন, হেমাংগ বিশ্বাস, রণেন্দ্র নারায়ণ রায়চৌধুরী, কুমুদরঞ্জন ভট্টাচার্য্য, দিলীপ মুখোপাধ্যায়, মহেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সম্প্রীতি রায়, বীণা রায়, শ্রীপর্ণা রায়, রবিদাস, ক্ষিতিবর্মন, তারনকৃষ্ণ চক্রবর্ত্তী

ভয়েস অফ্ ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠানের গোমোক্যালি শব্দযন্ত্রে ও আরিফ্লেক্স ক্যামেরায় বহির্দৃশ্য গৃহীত ও টেক্‌নিসিয়ান্স ষ্টুডিওতে আর, সি, এ শব্দযন্ত্রে অন্তর্দৃশ্য গৃহীত এবং আর, বি, মেহতার তত্ত্বাবধানে ইণ্ডিয়া ফিল্ম লেবরেটরীজ-এ পরিস্ফুটিত ।

।। একমাত্র পরিবেশক ।।

জনতা পিক্‌চার্স এণ্ড থিয়েটার্স লিঃ

।। বিভিন্ন চরিত্রে ।।

নীতা	....	সুপ্রিয়া চৌধুরী
শঙ্কর	....	অনিল চট্টোপাধ্যায়
বংশী দত্ত	....	জ্ঞানেশ মুখোপাধ্যায়
তারণ মাষ্টার	....	বিজন ভট্টাচার্য্য
মা	....	গীতা দে
গীতা	....	গীতা ঘটক
মণ্টু	....	দ্বিজু ভাওয়াল
সনৎ	....	নিরঞ্জন রায়

।। অন্যান্য চরিত্রে ।।

নারায়ন ধর । কামিনী চক্রবর্ত্তী । আরতি দাস

সতীন্দ্র ভট্টাচার্য্য । রণেন্দ্র চৌধুরী । শান্তি সেন

সুরেশ চট্টোপাধ্যায় । সনৎ দত্ত । দেবী নিয়োগী

মিসেস্ বোস । মধু ও চন্দন

কাহিনী সারাংশ

নীতাকে আপনারা অনেকেই দেখেছেন। হয়তো তাকে দেখেছেন সকাল দশটায় যাত্রী বোঝাই ডালহৌসীগামী ট্রামের কামরায় লুব্ধ শরীরের ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে চলতে। অথবা দেখেছেন দশটা-পাঁচটার হাড়ভাঙা খাটুনির পর আরও দুটো টিউশনি সেরে অনেক রাত্রে দুর্বহ বোঝার মত শরীরটাকে টেনে টেনে বাড়ি ফিরে আসতে। হ্যাঁ, নীতা হচ্ছে সেই মধ্যবিত্ত সমাজের চাকুরে মেয়েদেরই একজন—যাদের কাছে জীবনের হাতছানিটা গৌণ, জীবিকার প্রয়োজনে পথে বেরোনোটাই মুখ্য।

ভগবান নীতাকে রূপ দিতে কার্পণ্য করেছেন, কিন্তু তার বদলে দিয়েছেন পাঁচটি প্রাণীর মুখে অন্ন যোগাবার দায়িত্ব। কপর্দক-হীন অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক বাবা, সঙ্কীর্ণহৃদয়া মা, বিলাসিনী ছোট বোন গীতা, গান পাগল বড় ভাই শঙ্কর এবং স্বার্থসর্বস্ব ছোট ভাই মণ্টু—এরা সবাই নীতার মুখাপেক্ষী, তাই তার জীবনে ক'টি বসন্ত এসে ফিরে গেছে তার কোন হিসেব রাখেনি নীতা, শীতের রুক্ষতাকে ঠেকিয়ে রাখতেই যার তিনশো পঁয়ষট্টি দিন কাটে, বসন্তের আগমনীতে উল্লসিত হবার অবসর তার কোথায়? তবু এলো, সনৎ এলো তার জীবনে কৃষ্ণচূড়ার স্বপ্ন নিয়ে। রিক্ত মনটা পূর্ণ হবার জন্যে ছট্‌ফট্‌ করে উঠলো। কিন্তু সংসার? তার দাবি? সে দাবী জগদ্দলের মত চেপে বসেছে নীতার বুকে, এর হাত থেকে তার মুক্তি নেই, ফিরে গেল সনৎ। আর অজস্র কান্নায় ভেঙে পড়লো নীতা।

এদিকে ছোট বোন গীতা সনৎকে নিয়ে মেতে উঠলো। দুর্বলচিত্ত সনৎকে সহজেই জয় করে নিল গীতা। একদিন গীতা নীতাকে জানালো সনৎকে সে বিয়ে করছে। নীতা অবাক হলো, আশ্চর্য হলো। তবু মাথা পেতে নিল। কিন্তু বড় ভাই শঙ্কর প্রতিবাদ জানালো এর বিরুদ্ধে—কেননা এ সংসারে নীতার একমাত্র সমব্যথী এই পাগলা দাদা।...

তারপর অনেকদিন কেটে গেছে। কালক্রমে শঙ্কর হয়েছে খ্যাতনামা গায়ক, পয়সা আসছে প্রচুর। পত্রিকায় তার ছবি ছাপা হচ্ছে। মণ্টু চাকরি পেয়ে অন্যত্র চলে গেছে। কেবল কোন পরিবর্তন হয়নি নীতার। একই গতিতে আবর্তিত হচ্ছে তার রুটিনবাঁধা জীবনটা। ওদিকে সনৎও ক্লান্ত হয়ে পড়েছে গীতার নিত্য নূতন বিলাসের উপকরণ জোগাতে জোগাতে, আর নীতা?

মনের সঙ্গে সঙ্গে শরীরটাও তার ভেঙে পড়েছে। অল্প খাটুনিতেই ক্লান্তি অনুভব করে। অবশেষে একদিন রায় দিলেন ডাক্তার—টি, বি, আর আশ্চর্য, তারপর থেকেই নীতার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেল সংসারে।

বহুদিন পর প্রচুর নাম করে বাড়ী ফিরে এলো শঙ্কর। সবাই আজ আনন্দিত—উৎসবে মগ্ন। একমাত্র নীতা ছাড়া। শঙ্কর খুঁজে বেড়ায় নীতাকে। নীতাকেই আজ তার সব চেয়ে প্রয়োজন কেননা নীতাই চেয়েছিল—দাদা তার বড় হবে। নীতা আজ আশ্রয় নিয়েছে বাইরের ঘরে—কেননা আজ সে সংসারের কাছে অপাংক্তেয়।

সত্যিই কি নীতা আজ সংসারের কাছে অপাংক্তেয়.....?

———

সঙ্গীতাংশ

(১)

জয় মাত বিলম তজত
মঙ্গল গুন দেত ॥
বিদ্যাগুন সরস্বদেবী
জননী জগত ॥
লাগি লগন পতি সখি সন
পরম সুখ অতি আনন্দন ॥
অঙ্গ সুগন্ধন চন্দন মাথে তিলক বরে
দৃগ নয়ন অঞ্জন পবন দেত
অমর ও নিতি পতি কাজে স্বজন
লাগি লগন পতি সখি সন

[সংগ্রহ]

(২)

করিম নাম তেরো
তু সায়েব সত্তা
দুখ দরিদ্র দুর কিজিয়ে
সুখ দেও সবনকো
অদারঙ্গ বিনতি করত
সুনলে হো সত্তা

[সংগ্রহ]

(৩)

আয় গো উমা
কোলে লই ॥
গলায় গাঁথিয়া যুই,
তুমি যে মোর দুখিণীর পরানী
গো-মা তারিণী ॥
যাও গো ঝি, জামাইর ঘর
শূন্য করি মোর ঘর,
দুখিনী মা রইব ক্যাম্‌নে
তোমায় বিদায় দিয়া গো ॥

[সংগ্রহ]

(৪)

নিদিয়া ন জগাও রাজা,
গারি দুঙ্গী ।

(৫)

কান্দিয়া আকুল হইলাম ভব নদীর পারে
মন তরে কেবা পার করে ।
সুসময়ে দিন গোঁয়াইয়া অসময়ে,
ও মন অসময়ে
আইলাম নদীর পারে
মাঝি তোর নাম জানিনা আমি ডাক দিমু কারে
মন তরে কেবা পার করে ।
নাও আছে খেওয়ানি নাইরে
মানুষ নাইরে পারে
মাঝি তোর নাম জানিনা আমি ডাক দিমু কারে
অধম ঈদমে বলে কি আছে কপালে
হজরৎ শাহ জলালের দরগায় বসি
ও মন ঈদম শাহে কান্দে ॥
মন তরে কেবা পার করে ॥

[সংগ্রহ]

(৬)

যে রাতে মোর দুয়ারগুলি ভাঙ্গলো ঝড়ে
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে ॥
সব যে হয়ে গেল কালো
নিবে গেল দীপের আলো ॥
আকাশ পানে হাত বাড়ালেম কাহার তরে,
জানি নাই তো তুমি এলে আমার ঘরে ॥
অন্ধকারে রইনু পড়ে স্বপন মানি
ঝড় যে তোমার জয় ধ্বজা তাই কি জানি ॥
সকালবেলায় চেয়ে দেখি দাঁড়িয়ে আছো
তুমি একি ॥
ঘর ভরা মোর শূন্যতারি বুকের পরে ॥

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

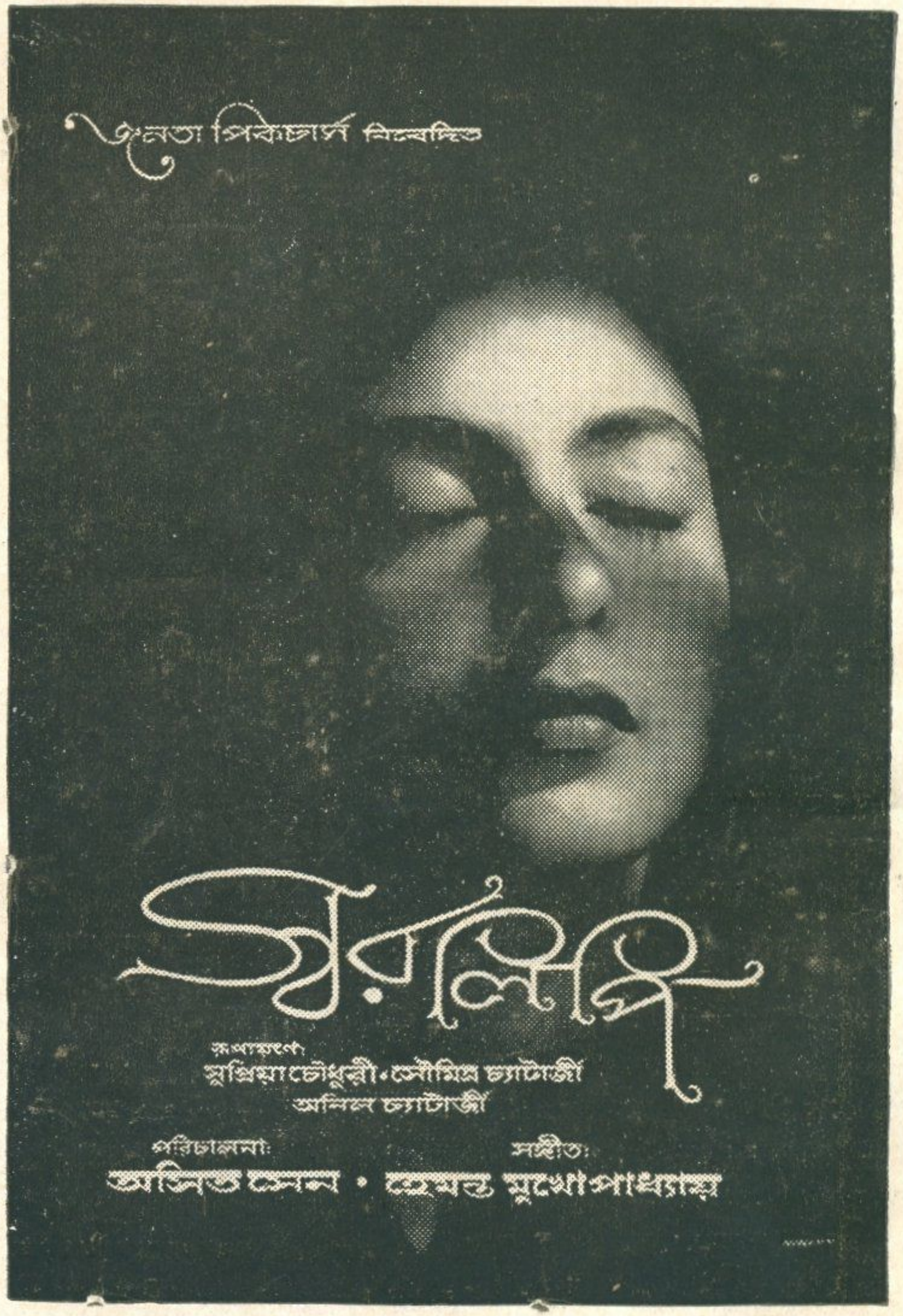

ন্যাশনাল আর্ট প্রেস, কলিকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।